নেতৃত্ব ছাড়লেন ডু প্লেসিস

ক্রীড়া ডেস্ক

অধিনায়কত্ব ছাড়ার ঘোষণা দলেন ফ্যাফ ডু প্লেসিস। দক্ষিণ আফ্রিকার সব ফরম্যাটে তার নেতৃত্বভার ছাড়ার ঘোষণাটি শুরুতে জানায় প্রোটিয়া ক্রিকেট বোর্ড। পরে ডু প্লেসিস আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেই নিশ্চিত করেন দল ও নিজের ভালোর জন্য সরে দাঁড়ালেন তিনি। গেল বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকেই ডু প্লেসিকে অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার কথা ভাবছিল ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ)। কিন্তু সে যাত্রায় ডু প্লেসিস রাজি ছিলেন না। কিন্তু সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের আগে তাকে বিশ্রামে রেখে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ঘোষণা করা হয় কুইন্টন ডি ককেকে। সিএসএর পরিচালক গ্রায়েম স্মিথও বলেছিলেন, ডি ককের মধ্যেই তারা স্থায়ী অধিনায়ককে খুঁজছেন। বিশ্বকাপে বাজে পারফর্মেন্সের দরুন প্রোটিয়ারা বিদায় নেয় গ্রুপ পর্ব থেকে। এরপর ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজেও শোচনীয় হার। ব্যাট হাতে অধিনায়কের পারফর্মেন্সের গ্রাফটাও ছিল নিম্নমুখী। সার্বিক বিবেচনা করেই তাই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন ডু প্লেসিস, 'এটি ছিল জীবনের কঠিন সিদ্ধান্তের একটি। তবে আমি কুইন্টন, মার্ক বাউচার ও সতীর্থদের পূর্ণ সহযোগিতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সামনের টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নেতৃত্বে থাকতে পারলে ভালোই লাগত। কিন্তু মাঝে-মধ্যে একজন নেতাকে নিঃস্বার্থভাবে ভাবতে হয়।' নেতৃত্ব ছাড়লেও তিন ফরম্যাটে খেলে যাবেন এই ডানহাতি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান। গতকাল সেই ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন তিনি, 'দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট নতুন যুগে প্রবেশ করেছে। নতুন নেতৃত্ব, নতুন মুখ, নতুন চ্যালেঞ্জ ও নতুন কৌশল আসছে। তবে তিন ফরম্যাটেই খেলে যেতে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। একই সঙ্গে দলের নতুন নেতৃত্বের কাছে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি এবং সময় দিতেও প্রস্তুত আছি।'

'কাদা ছোড়াছুড়ির ব্যাপারটা আমি জানি না'

ক্রীড়া প্রতিবেদক

বাফুফের টানা তিনবারের নির্বাচিত সভাপতি কাজী সালাহউদ্দিন চতুর্থবার নির্বাচন করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তরফদার রহুল আমিন সরে দাঁড়ানোর পর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি লেন, 'আমি উনাকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার ওপর উনার এই আস্থাটা আছে বলে। সর্বোপরি আমার এটাই বলার আছে, তিনি আমার সঙ্গে কাজ করেছেন। এখনো তাই। উনার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো শত্রুতা নেই।' তরফদারা রহুল আমিনের কাদা ছোড়াছুড়ি বলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাকে উনি হয়তো ভুল বুঝেছেন। নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি আমার সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। তখন বলেছিলাম আমি দাঁড়াব। কারণ আমার আরো কিছু কাজ বাকি আছে। কাদা ছোড়াছুড়ির ব্যাপারটা আমি জানি না। কারণ আমি সর্বশেষ আড়াই-তিন বছর কোনো বিবৃতি দেইনি। সুতরাং এই কথা আমি মানতে পারলাম না।' জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানান সালাহউদ্দিন। আগামীতে এক সঙ্গে কাজ করার কোনো সুযোগ আছে কি-না জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে এ সম্পর্কে আমি কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না। ফুটবলে কেউ যদি কাজ করতে চায় করবে। সবাইকে স্বাগত এখানে। আমি সাইফকে এনেছিলাম কাজ করতে, বসুন্ধরাকে এনেছি। সবাইকে নিয়ে কাজ করা আমার উদ্দেশ্য। এটা কোনো ক্লাব না। আমরা জাতির জন্য কাজ করছি।' তরফদার রুহুল আমিন সরে দাঁড়ানোর ফলে ফুটবল অঙ্গনে যে বিভক্তি ছিল তার অবসান হলো কি-না প্রসঙ্গে বাফুফে সভাপতি বলেন, 'যেসব জাতি উন্নতি করেছে তারা এক সঙ্গে কাজ করেছে। ছোটবেলায় শিখেছি পাটখড়িও একসঙ্গে করলে ভাঙা যায় না। সুতরাং কেউ যদি ফেডারেশনকে ভাঙতে চায় সেটা সঠিক না। ফেডারেশন কাউকে গ্রহণ করবে না সেটাও ঠিক না।'

করে জয় ও হারে ৫ নম্বরে অবস্থান করছে মোহামেডানে। এ ম্যাচের মধ্য দিয়ে কাটল দেশিদের গোলখরা। প্রিমিয়ার লিগ শুরু হওয়ার পর থেকে গোল এনে দিতে ব্যর্থ হয় দেশি ফুটবলাররা। যেকটি দল জয় কিংবা গোল পেয়েছে, সবকটি এসেছে বিদেশি ফুটবলারের মাধ্যমে। অবশেষে লিগের চতুর্থ দিন এলো সেই কাঙ্ক্ষিত গোল। তবে গোলদাতা কোনো দেশি ফরোয়ার্ড নয়, বরং একজন ডিফেন্ডার। ঘরের মাঠে মোহামেডানের বিপক্ষে গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৬তম মিনিটে এগিয়ে যায় সাইফ। সতীর্থের ফ্রি কিকে দুরের পোস্টে থাকা ডিফেন্ডার ইয়াসিন আরাফাত দারুণ হেডে বল জালে জড়ান। ৬১ মিনিট সুলেমানে দিয়াবাতে ডি-বক্সে ঢুকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। সমতায় ফেরার ভালো একটি সুযোগ নষ্ট হয় আরামবাগ ক্রীড়া সংঘকে হারিয়ে লিগ শুরু করা মোহামেডানের। দ্বিতীয়ার্ধের যোগ করা সময়ে নাইজেরিয়ার ডিফেন্ডার স্ট্যানলি আমাডির শরীর ঘুরিয়ে নেয়া শট পোস্টের বাইরে দিয়ে গেলে হার নিয়ে মাঠ ছাড়ে মোহামেডান।

ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

হেড অফিস, অনিক টাওয়ার, ২২০/বি, তেজগাঁও লিংক রোড, ঢাকা-১২০৮

বন্ধকী সম্পত্তির নিলাম বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩-এর ১২(৩) ধারা অনুসারে

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, Mr. Riaz Uddin Ahmed, Son of Late Nizam Uddin Ahmed, Proprietor- **N. Ahmed & Co.**, Address: 'SK TOWER' R.N Road, Kotwali, Jessore.-এর নিকট ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর Loan বাবদ গত ০৭.০১.২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৩,৫৯,৪৫,৫৩৯.০৪ (কথায়: তিন কোটি উনষাট লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার পাঁচশত উনচল্লিশ দশমিক শূন্য চার পয়সা মাত্র) পাওনা রহিয়াছে। উক্ত ঋণ গ্রহিতার ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তাস্বরূপ ০১. Riaz Uddin Ahmed ০২. Nur Islam Ahmed তাহাদের নিম্ন তফসিল বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বিগত ০৪.০১.২০১৮ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত বন্ধকী দলিল নং ২৯২/১৮-এর মাধ্যমে ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ,-এর নিকট দায়বদ্ধ রাখিয়াছেন এবং একই তারিখে সম্পাদিত ও রেজিস্ট্রিকৃত ২৯৩/১৮নং আম-মোক্তারনামা দলিলের মাধ্যমে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ঋণ বাবদ পাওনা টাকা উক্ত ঋণ গ্রহীতা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ পাওনা আদায়ের নিমিত্তে উক্ত বন্ধকী দলিল ও আম-মোক্তারনামা বলে তফসিল বর্ণিত বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করিতেছে।

তফসিল সম্পত্তির তফসিল

জেলা : যশোর, থানা : কোতোয়ালি, মৌজা : পুরাতন কসবা, জে.এল, নং-৯৩।

সি. এস খং	এস. এ খং	পৃথক খং	আর এস (জরিপ) খং	ডিপি খং	সি. এস দাগ	এস. এ দাগ	আর. এস (জরিপ) দাগ	পরিমাণ
১০১৯, ১৩২৪	৭৭৬	৮২৫৫, ৮২৫৪	৫০৭৬	১৪৭৮	১২৭০, ১২৭৭	১৩২৩, ১৩২৪	৬১৩০, ৬১৩১, ৬১২৮	২৩.২৫ শতক

জমির পরিমাণ: ২৩.২৫ শতক জমি-এর উপর নির্মিত/নির্মিতব্য ফ্যাক্টরী, প্রকল্প ভবন, বাড়ী ঘর/ দালান কোঠা ও অন্যান্য অবকাঠামো এবং ভোগ ব্যবহারের অধিকারসহ ইজমেন্ট রাইট।

জমির চৌহদ্দীর বিবরণ: উত্তরে: দাতাগণের নিজস্ব বসবাসের বাড়ী, দক্ষিণে: পৌরসভার রাস্তা, পূর্বে: পৌরসভার রাস্তা, পশ্চিমে: আবু সাঈদ (সাবু), নাসরিন আক্তার।

নিলামের শর্তাবলী:

১) প্রত্যেক দরপত্র দরদাতার নিজস্ব প্যাডে বা সাদা কাগজে স্পষ্ট অক্ষরে নিলাম ক্রেতার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) প্রদত্ত দর অক্ষরে ও কথায় লিখিয়া এবং দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে এবং খামের উপর স্পষ্ট অক্ষরে সম্পত্তি ক্রয়ের দরপত্র লিখিয়া দাখিল করিতে হইবে। ২) দরপত্র আগামী ১১-০৩-২০২০ইং তারিখ বেলা ৩.০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় রক্ষিত দরপত্র বাক্সে সরাসরি বা রেজিস্ট্রি ডাকযোগে জমা দিতে হইবে। ৩) প্রত্যেক দরদাতা, উদ্বৃত দর অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ২০%, উদ্বৃত দর ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হইলে উহার ১৫% এবং উদ্ধৃত দর ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে উহার ১০%-এর সমপরিমাণ টাকার, জামানতস্বরূপ, ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার ২নং শর্তে উল্লেখিত ঠিকানায় ব্র্যাক ব্যাংক লি:-এর অনুকূলে দরপত্রের সহিত দাখিল করিবেন। ৪) অনূর্ধ্ব ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিবসের মধ্যে, ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা অপেক্ষা অধিক এবং অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিবসের মধ্যে এবং ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক উদ্ধৃত দর গৃহীত হইবার পরবর্তী ৯০ (নব্বই) দিবসের মধ্যে, দরদাতা সমুদয় মূল্য পরিশোধ করিবেন এবং তাহা করিতে ব্যর্থ হইলে ব্যাংক জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত করিবেন। ৫) দরপত্রে প্রদত্ত মূল্য অস্বাভাবিক কম/অপর্যাপ্ত প্রতিয়মান হইলে এবং কম জামানত প্রদানকারী কিংবা ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র সরাসরি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। ৬) উপরে বর্ণিত (৩) ও (৪)-এর অধীনে প্রথম সর্বোচ্চ দরদাতার জামানত বাজেয়াপ্ত হইলে ব্যাংক ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তি ক্রয়ে আহ্বান করিতে পারিবেন। ৭) নিলামে অংশগ্রহণ ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ বিস্তারিত তথ্য জানিবার জন্য এবং নিলামে অংশগ্রহণের পূর্বে বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ব্যাংকের উক্ত ঠিকানায় অফিস চলাকালীন সময়ে যোগাযোগ করিতে পারিবেন। ৮) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে হস্তান্তর দলিল সম্পাদন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দরপত্র বাতিল করিবার অধিকার ব্র্যাক ব্যাংক লি: সংরক্ষণ করে। আদালতের কোন আদেশ অথবা রায়ের কারণে দরপত্র বাতিল করার ক্ষেত্রে সফল দরদাতাকে শুধুমাত্র তাহাদের জমাকৃত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। দরপত্র গৃহীত হয় নাই এমন দরপত্র দাতাদেরকে তাহাদের জামানতের টাকা যথাশীঘ্র সম্ভব (১ম ও ২য় সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যতিরেকে) ফেরত দেওয়া হইবে। ৯) দরদাতাগণ বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ (যদি উপস্থিত থাকেন)-এর সম্মুখে আগামী ১১-০৩-২০২০ইং তারিখে বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় ২নং শর্তে উল্লেখিত ব্র্যাক ব্যাংক লি:-এর অফিসে দরপত্র বাক্স খোলা হইবে। ১০) সফল দরদাতাকে তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন খরচ, হস্তান্তর ফি, ষ্ট্যাম্প ডিউটি, উৎস কর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অন্যান্য খরচ, দলিল নিবন্ধন সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ এবং উহার উপর কোন পাওনা বা দাবী থাকিলে তাহা বহন করিতে হইবে। রেজিষ্ট্রেশন খরচসহ বর্ণিত সকল খরচের বিষয়ে কোন অসাদুপায় অবলম্বন করিলে উহার উদ্ভূত দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট নিলাম ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে। ব্র্যাক ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনভাবে দায়ী থাকিবে না। ১১) বর্ণিত সম্পত্তির উপর কোন সরকারী, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের, বিসিক, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পিডিবি, গ্যাস সরবরাহ প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর ইত্যাদিসহ অন্য যে কোন পাওনাদারের পাওনা বা দাবী থাকিলে তা পরিশোধের কোন দায়-দায়িত্ব ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর উপর বর্তাইবে না। উক্ত খরচ দরপত্র দাতা/ক্রেতা বহন করিবেন। ১২) সফল দরদাতাকে অর্থঋণ আদালত আইন-২০০৩-এর ১২(৫) ধারা মোতাবেক সম্পত্তি দখল প্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা করা হইবে।

দরপত্র দাখিলের ঠিকানা : লিগ্যাল এন্ড রিকোভারী ডিভিশন, সেপাল প্লাটিনাম টাওয়ার, লেভেল-৪, ২৪৭-২৪৮, বীর উত্তম মীর শওকত আলী সড়ক, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। ফোন নং: ০১৭১৪০৮৪৫০৩, ০১৭১৪০৮৪৯১৭।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

তারিখ : ১৬/০২/২০২০ইং

...ধীন নিম্নবর্ণিত স্কীমসমূহের জন্য পিপিআর-২০০৮ এবং ...নাগাদ তালিকাভুক্ত/লাইসেন্সকৃত (খুলনা অঞ্চল) আগ্রহী

...পজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা।

...(১) নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এলজিইডি, সাতক্ষীরা ...সাতক্ষীরা। (৩) উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, তালা,

...জেলা প্রকৌশলীর কার্যালয় তালা, সাতক্ষীরা।

...পজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, তালা, সাতক্ষীরা।

...ব্যাংক হতে বিডি/পে-অর্ডার আকারে অবশ্যই দাখিল

...সরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

...করা হবে।

...ফিকেট এবং হালনাগাদ ব্যাংক লিকুইড সার্টিফিকেট-এর

(আবদুল মজিদ মোল্যা)
উপজেলা প্রকৌশলী
তালা, সাতক্ষীরা।
ue.tala@lged.gov.bd

Date: 18.02.2020. "মানবকণ্ঠ".